অবাক জলপান

ও

হিংসুটি

BANGLADARSHAN.COM

সুকুমার রায়

॥অবাক জলপান॥

[ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ, পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি, উস্কোখুস্কো চুল, শ্রান্ত চেহারা]

পথিক। নাঃ- একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টার মগজের ঘিলু শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরস্তের বাড়ি দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেঁচাতে গেলে হয়তো লোকজন নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও ত লোকজন দেখছিনে।–ঐ একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাহ।

[ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক। মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা। জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ ত জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান দিতে পারি–

পথিক। না না, আমি তা বলিনি–

BANGLADARSHAN.COM

ঝুড়িওয়ালা। না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা ত আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম–

পথিক। না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে–

ঝুড়িওয়ালা। চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' কোচ্ছেন কেন? খামকা এরকম করবার মানে কি?

পথিক। আপনি ভুল বুঝেছেন–আমি জল চাচ্ছিলাম–

ঝুড়িওয়ালা। জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়–'জলপাই' বলবার দরকার কি? জল আর জলপাই কি এক হল? আলু আর আলুবোখারা কি সমান? মাছও যা আর আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গেলে কি চাল্‌তার খোঁজ করেন?

পথিক। ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা। অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি–তবে জলই বা চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়। [প্রস্থান]

পথিক। দেখলে! কি কথায় কি বানিয়ে ফেললে! যাক, ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।

[লাঠি হাতে চটি পায়ে চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ। কে ও? গোপ্‌লা নাকি?

পথিক। আজ্ঞে না, আমি পুবগাঁয়ের লোক–একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম–

বৃদ্ধ। বল কিহে? পুবগাঁও ছেড়ে এখানে এয়েছ জলের খোঁজ করতে?–হাঃ, হাঃ, হাঃ। তা, যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকা–আ-র জল।

পথিক। আজ্ঞে হাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ। তা ত পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, নাম করলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন তেমন জল তো খাওনি কখনো!–বলি ঘুম্‌ড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক। আজ্ঞে না, তা খাইনি–

বৃদ্ধ। খাওনি? অ্যাঃ! ঘুম্‌ড়ি হচ্ছে আমার মামাবাড়ি–আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কি বলব তোমায়? কত জল খেলাম–কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল–কিন্তু মামাবাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথায় খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা, ঠিক যেন ক্যাওড়া-দেওয়া সরবৎ!

পথিক। তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন–আপাতত এখন এই তেষ্টার সময়, যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে–

BANGLADARSHAN.COM

বৃদ্ধ। তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই ত পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল? 'যা হয় একটা হলেই হল' ও আবার কি রকম কথা? আর অমন তাচ্ছিল্য করে বলবারই বা দরকার কি? আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেও না–বাস্‌। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি? আমি ওরকম ভালোবাসিনে। হ্যাঁ:– [রাগে গজগজ করিতে করিতে বৃদ্ধের প্রস্থান]

[পাশের এক বাড়ির জানালা খুলিয়া আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহির করণ]

বৃদ্ধ। কি হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক। আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না–কেবল সাত পাঁচ গপ্‌প করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম ত রেগে মেগে অস্থির!

বৃদ্ধ। আরে দূর দূর! তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কি, আর বলবেই বা কি? ওর যে দাদা আছে, খালিপুরে চাকরি করে, সেটা ত একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কি বললে তোমায়?

পথিক। কি জানি মশাই-জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল, ব'লে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে–

বৃদ্ধ। হুঁ:–ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি ত ফর্দ করেছেন! আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তা আমি এক্ষুনি পঁচিশটা বলে দেব–

পথিক। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটা খাবার জল–

বৃদ্ধ। কি বলছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শুনে যাও। বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ-ল, আহ্লাদে গলে জ-ল, গায়ের রক্ত জ-ল, বুঝিয়ে দিলে যেন জ-ল–কটা হয়? গোনোনি বুঝি?

পথিক। না মশাই, গুনিনি–আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই–

বৃদ্ধ। তোমার কাজ না থাকলেও আমাদের কাজ থাকতে পারে ত? যাও, যাও, মেলা বকিও না।–একেবারে অপদার্থের একশেষ! [সশব্দে জানালা বন্ধ]

পথিক। নাঃ, আর জলটল চেয়ে কাজ নেই–এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুরটুকুর পাই কি না।

BANGLADARSHAN.COM

[লম্বা লম্বা চুল, চোখে সোনার চশমা, হাতে খাতা পেন্সিল, পায়ে কটকী জুতা, একটি ছোকরার প্রবেশ]

লোকটা নেহাৎ এসে পড়েছে যখন, একটু জিজ্ঞাসাই করি দেখি। মশাই, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, এখানে একটু জল মিলবে না কোথাও?

ছোকরা। কি বলছেন? 'জল' মিলবে না? খুব মিলবে। একশোবার মিলবে। দাঁড়ান এক্ষুনি মিলিয়ে দিচ্ছি–জল চল তল বল কল ফল–মিলের অভাব কি? কাজল-সজল-উজ্জ্বল-জ্বলজ্বল-চঞ্চল চল্ চল্, আঁখিজল ছল্ছল্, নদীজল কল্কল্, হাসি শুনি খল্খল্, অ্যাঁকানল বাঁকানল, আগল ছাগল পাগল–কত চান?

পথিক। এ দেখি আরেক পাগল! মশাই, আমি সে রকম মিলবার কথা বলিনি।

ছোকরা। তবে কোন রকম মিল চাচ্ছেন বলুন? কি রকম, কোন ছন্দ, সব বলে দিন–যেমনটি চাইবেন তেমনটি করে মিলিয়ে দেব।

পথিক। ভালো বিপদেই পড়া গেল দেখছি–(জোরে) মশাই! আর কিছু চাইনে,–(আরো জোরে) শুধু একটু জল খেতে চাই!

ছোকরা। ও, বুঝেছি। শুধু–একটু-জল-খেতে-চাই। এই ত? আচ্ছা বেশ। এ আর মিলবে না কেন?–শুধু একটু জল খেতে চাই–ভারি তেষ্টা প্রাণ আই-ঢাই। চাই কিন্তু কোথা গেলে পাই–বল্ শীঘ্র বল্ নারে ভাই। কেমন? ঠিক মিলেছে ত?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব মিলছে-খাসা মিলছে-নমস্কার। (সরিয়া গিয়া) নাঃ, বকে বকে মাথা ধরিয়ে দিলে–একটু ছায়ায় বসে মাথাটা ঠান্ডা করে নি।

[একটা বাড়ির ছায়ায় গিয়া বসিল]

ছোকরা। (খুসী হইয়া লিখিতে লিখিতে) মিলবে না? বলি মেলাচ্ছে কে? সেবার যখন বিষ্টুদাদা 'বৈকাল' কিসের সঙ্গে মিল দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন 'নৈপাল' বলে দিয়েছিল কে? নৈপাল কাকে বলে জানেন ত? নেপালের লোক হল নৈপাল। (পথিককে না দেখিয়া) লোকটা গেল কোথায়? দুত্তেরি! [প্রস্থান]

[বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ-পৃথিবীর তিনভাগ জল এক ভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ]

পথিক। ওহে খোকা! একটু এদিকে শুনে যাও ত?

[রুক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]

BANGLADARSHAN.COM

মামা। কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ?–(পথিককে দেখিয়া) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোন ছোকরা বুঝি। আপনার কি দরকার?

পথিক। আজ্ঞে, জল তেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি–তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

মামা। (তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া) কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন। কি খবর চান, কি জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি। (ঘরের মধ্যে টানিয়া লওন-ভিতরে নানারকম যন্ত্র, নকশা, রাশি রাশি বই) কি বলছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

পথিক। আজ্ঞে হাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি–

মামা। আ হা হা! কি উৎসাহ! শুনেও সুখ হয়। এ রকম জানবার আকাঙ্ক্ষা কজনের আছে বলুন ত? বসুন! বসুন! [কতগুলি ছবি, বই আর এক টুকরো খড়ি বাহির করিয়া] জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কি গুণ–

পথিক। আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি–

মামা। আসছে–ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন– [বোর্ডে খড়ি দিয়ে লিখলেন]

পথিক। এই মাটি করেছে!

মামা। বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইডরোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই হল জল! শুনছেন ত?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সব শুনছি। কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন, তাহলে আরো মন দিয়ে শুনতে পারি।

মামা। বেশ ত! খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক না। খাবার জল কাকে বলে? না যে জল পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নাই, রোগের বীজ নাই—কেমন? এই দেখুন এক শিশি জল—আহা ব্যস্ত হবেন না। দেখতে মনে হয় বেশ পরিষ্কার, কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে। কেঁচোর মতো কৃমির মতো সব পোকা—এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এত্তো বড় বড়। এই বোতলের মধ্যে দেখুন ও বাড়ির পুকুরের জল; আমি এই মাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম, ওর মধ্যে রোগের বিজ সব গিজ্‌গিজ্ করছে—প্লেগ, টাইফয়েড, ওলাউটা, ঘেয়োজ্বর—ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন! এই ছবি দেখুন—এইগুলো হচ্ছে কলেরার বীজ, এই ডিপথেরিয়া এই নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া—সব আছে। আর এই সব হচ্ছে জলের পোকা—জলের মধ্যে শ্যাওলা ময়লা যা কিছু থাকে, ওরা সেইগুলো খায়। আর এইজলটার কি দুর্গন্ধ দেখুন! পচা পুকুরের জল—ছেঁকে নিয়েছি, তবু গন্ধ।

BANGLADARSHAN.COM

পথিক। উঁ হুঁ হুঁ হুঁ। করেন কি মশাই? ওসব জানবার কিচ্ছু দরকার নেই—

মামা। খুব দরকার আছে। এ সব জানতে হয়—অত্যন্ত দরকারী কথা!

পথিক। হোক দরকারী—আমি জানতে চাইনে, এখন আমার সময় নেই।

মামা। এই ত জানবার সময়। আর দুদিন বাদে যখন বুড়ো হয়ে মরতে বসবেন, তখন জেনে লাভ কি? জলে কি কি দোষ থাকে, কি করে সে সব ধরতে হয়, কি করে তার শোধন হয়, এসব কি জানবার মতো কথা নয়? এই যে সব নদীর জল সমুদ্রে যাচ্ছে, সমুদ্রের জল সব বাষ্প হয়ে উঠছে, মেঘ হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে—এরকম কেন হয়, তাও ত জানা দরকার?

পথিক। দেখুন মশাই! কি করে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ত ভেবে পাইনে। বলি, বারবার করে যে বলছি—তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা ত কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা। শুনেছি বৈকি—চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুরে কামড়াল, বদ্যিনাথের হল হাইড্রোফোবিয়া—যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না—যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিঁচ ধরে যায়। মহা মুস্কিল!—শেষটায় ওঝা ডেকে, ধুতুরো দিয়ে ওষুধ মেখে খাওয়াল, মন্তর চালিয়ে বিষ ঝাড়াল—তারপর সে জল খেয়ে বাঁচল। ওরকম হয়।

পথিক। নাঃ–এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না–কেনই বা মরতে এয়েছিলাম এখেনে? বলি, মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা। আছে বৈকি! এই দেখুন না বোতলভরা টাটকা খাঁটি 'ডিস্টিল ওয়াটার'–যাকে বলে 'পরিশ্রুত জল।'

পথিক। (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?

মামা। না, ও জল খায় না–ওতে ত স্বাদ নেই–একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরী করে আনল–এখনো গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলাম শুনুন–এই যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল–এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপী জল ঢেলে দিলুম–বাস, গোলাপী রঙ উড়ে শাদা হয়ে গেল। দেখলেন ত?

পথিক। না মশাই, কিছু দেখিনি–কিচ্ছু বুঝতে পারিনি–কিচ্ছু মানি না–কিচ্ছু বিশ্বাস করি না–

মামা। কি বললেন! আমার কথা বিশ্বেস করেন না?

পথিক। না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ না দেখাতে পারবেন, ততক্ষণ কিছু শুনব না, কিচ্ছু বিশ্বাস করব না।

BANGLADARSHAN.COM

মামা। বটে! কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি–আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি–

পথিক। তাহলে দেখান দেখি। শাদা, খাঁটি, চমৎকার, ঠাণ্ডা, একগেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধপোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লাটয়লা কিচ্ছু নেই, তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড় এক গেলাশ ভর্তি জল নিয়ে আয় ত।

মামা। এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি–ওরে ট্যাঁপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে গেলাশ জল নিয়ে আয় ত।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। ঐ জলে কি রকম হয়, আর এই নোংরা জলে কি রকম তফাৎ হয়, সব আমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

[জল লইয়া ট্যাঁপার প্রবেশ]

রাখ, এইখানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ–মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ]

পথিক। আঃ! বাঁচা গেল!

মামা। (চটিয়া) এটা কি রকম হল মশাই?

পথিক। পরীক্ষা হল—এক্সপেরিমেন্ট! এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান ত, কি রকম হয়?

মামা। (ভীষণ রাগিয়া) কি বললেন!

পথিক। আচ্ছা থাক এখন নাই বা খেলেন—পরে খাবেন এখন আর এই গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সব কটাকে খানিকটে করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন—আমি খুশী হয়ে ছুটে আসব—হতভাগা জোচ্চর কোথাকার! [দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া কে হাঁকিতে লাগিল—‘অবাক জলপান’]

[যবনিকা পতন]

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥

॥হিংসুটি॥

[পাঁচটি ছোট মেয়ের প্রবেশ]

প্রথম। আমি ভাই একটা স্বপ্ন দেখেছি–এমন মজার!

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম। কি ভাই–কি স্বপ্ন? বল্ না ভাই–

প্রথম। না ভাই, আমি ঐ ওকে বলব না–ও ভারি হিংসুটে।

পঞ্চম। আচ্ছা, নাই বা বললি। ভারি তো স্বপ্ন–আমি বুঝি আর স্বপ্ন দেখতে জানিনে–

প্রথম। দেখলি ভাই, কি রকম হিংসে!

দ্বিতীয়, তৃতীয়। আচ্ছা, ওকে নাই বা বললি, আমাদের বল না।

চতুর্থ। আর না হয় ও শুনলই বা-তাতে দোষ কি ভাই?

পঞ্চম। আমার বয়ে গেছে–ও ছাই স্বপ্ন আমি একটুও শুনতে চাই না।

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম। শুনলি ভাই! কি রকম হিংসে করে করে কথা কয়? আমি কি ওকে শুনতে বলেছি?

চতুর্থ। কিসের স্বপ্ন ভাই?–রাজহাঁসের?

প্রথম। দূৎ! রাজহাঁসের স্বপ্নকে বুঝি মজার স্বপ্ন বলে?

চতুর্থ। হ্যাঁ–রাজহাঁসের স্বপ্ন খুব মজার হয়। আমি যখন রাজহাঁসদের সঙ্গে মেঘের মধ্যে ভাসছিলাম, তখন নীল নীল ঢেউগুলো সব আমার গায়ে লাগছিল। আর তারাগুলো সব ফুটেছিল, ঠিক যেন পদ্মফুলের মত! আমার খুব মজা লাগছিল।

পঞ্চম। তুই সেখানে দোলনা–দেওয়া লালাফুলের বাগান দেখেছিলি?–আর পেখমধরা ময়ূর দেখেছিলি?

চতুর্থ। কই না ত!

পঞ্চম। আমি দেখেছিলাম। ময়ূরদের পায়ে সোনার ঘুঙুর্ এমনি সুন্দর বাজছিল!–এমন সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, শুনলাম সকালবেলায় বোর্ডিঙের ঘণ্টা বাজছে।

প্রথম। দেখলি ভাই, আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম, এর মধ্যে কি রকম বক্বক্ করতে লেগেছে! ওরা ইচ্ছে করে আমায় বলতে দেবে না।

দ্বিতীয়, তৃতীয়। আহা, তোরা একটু থাম না বাপু–

প্রথম। আবার কিন্তু ওরকম করলে আমি কক্ষনো বলব না।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। না, না, কেউ বাধা দেব না বল্।

প্রথম। আমি স্বপ্ন দেখেছি–ঐ বাগানের মধ্যে একটা মেলা হচ্ছে। আমি সেই মেলায় গিয়েছি, আর সেখানে এক মেম সকলকে পুতুল দিচ্ছে–ঠিক এত্তো বড় বড় পুতুল!–তার জন্যে পয়সা নিচ্ছে না!–আমায় একটা পুতুল দিল, তার মাথা ভরা কোঁকড়া চুল, এমনি মোটা মোটা গাল, আর ঠিক সত্যিকারের মানুষের মতন কথা বলে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। ও-মা-! কি চমৎকার!

তৃতীয়। হাত-পা নাড়তে পারে?

চতুর্থ। নিজে নিজে চলতে পারে?

দ্বিতীয়। হাসতে পারে?

প্রথম। হ্যাঁ, হাসতে পারে, খেলতে পারে, সব পারে।

BANGLADARSHAN.COM

পঞ্চম। সত্যিকার মানুষের মত তৈরি?

দ্বিতীয়। কেন–এখন যে বড় কথা বলতে এয়েছিস?

তৃতীয়। তবে যে বলছিলি ছাই স্বপ্ন–তুই একটুও শুনতে চাস নে–

চতুর্থ। তা কেন? তোরাই ত ভাই ওকে শুনতে দিচ্ছিলি না।

প্রথম। বেশ করেছি। ও কেন কথায় কথায় হিংসে করে? তারপর শোন–সবাইকে পুতুল দিল, কিন্তু কারু পুতুল ও রকম কথাও কয় না, খেলাও করে না–আর, ঐ ও একটা পুতুল পেয়েছিল–নোংরা, কালো, দাঁতভাঙা, বিচ্ছিরি মতন।

পঞ্চম। ইস! তা বৈকি! নিজের বেলায় সব ভালো ভালো, আর পরের বেলায় সব নোংরা আর ময়লা আর বিচ্ছিরি!

প্রথম। দেখলি ভাই, কি রকম হিংসে করে বলছে! মেমসাহেব ও রকম দিয়েছে তা আমি কি করব ভাই?

তৃতীয়। হ্যাঁ, তা ছাড়া এ ত সত্যি নয়–স্বপ্ন।

দ্বিতীয়। স্বপ্ন নিয়ে আবার হিংসে কি?–ছি-ছি-ছি!

চতুর্থ। হ্যাঁ, তারপর কি হল ভাই?

প্রথম। তারপর সে পুতুল নিয়ে কত মজা হল—সব আমার মনেও নেই। শেষটায় কিন্তু ভাই আমার ভারি কষ্ট হয়েছিল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। কেন? কি হয়েছিল?

প্রথম। সে ভাই বলব কি—পুতুলটাকে সবাই নিয়ে দেখছে দেখে, হঠাৎ দেখি পুতুলটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আমার ভাই এমন কান্না পেতে লাগল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। কি করে ভাঙল ভাই?

প্রথম। কি জানি, কি করে! আমার বোধহয়, নিশ্চয়ই ঐ হিংসুটিটা কখন হিংসে করে ভেঙে দিয়েছিল!

পঞ্চম। মাগো! এমন বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে আমার নামে!

প্রথম। তা বৈকি! যারা হিংসুটি, তারা স্বপ্নেও হিংসুটি হয়।

দ্বিতীয়। হয় না তো কি? নিশ্চয়ই হয়—হিংসুটি! হিংসুটি!

BANGLADARSHAN.COM

তৃতীয়। আমি কিন্তু ভাই যেদিন স্বপ্নে পথ হারিয়েছিলুম, সেদিন ও আমায় পথ বলে দিয়েছিল।

চতুর্থ। কি করে পথ হারিয়েছিলি ভাই?

তৃতীয়। সেই একটা বাগানের মধ্যে এক বুড়ি একটা কাঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সবাইকে পাথর করে দিচ্ছিল—আর আমি কিছুতেই পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর ও এসে আমায় একটা লুকোনো পথ দেখিয়ে দিল, সেইখেন দিয়ে আমরা পালিয়ে গেলাম।

চতুর্থ। তবু কিন্তু, ভাই, ওরা ওকে হিংসুটি বলে!—আচ্ছা ভাই, তুই বুঝি খালি ময়ূরের স্বপ্ন দেখিস?

পঞ্চম। না—সে খালি একদিন দেখেছিলাম। অন্য সময়ে আমি আল্‌তামাসির স্বপ্ন দেখি।

তৃতীয়, চতুর্থ। আল্‌তা মাসি কে ভাই?

পঞ্চম। সে আমার একজন মাসি হয়। তার কেউ নেই কিনা, সব মরে গিয়েছে, তাই সে রোজ রোজ কাঁদে। আমি ভাই স্বপ্ন দেখি, আল্‌তা মাসির খোকাকে কত করে খুঁজছি; কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আর আল্‌তামাসির চোখ দিয়ে কেবলি জল পড়ছে।

প্রথম। দেখলি ভাই, আমার দেখাদেখি ও আবার এক স্বপ্ন বলতে লেগেছে। এমন হিংসুটে!

দ্বিতীয়। ওঃ! আমার ভাই বড় ঘুম পাচ্ছে।

তৃতীয়, চতুর্থ। সত্যি, আমারও।

প্রথম। আমারও ভাই ঘুম পেয়ে গেল!

পঞ্চম। হ্যাঁ, তাই ত! চোখ বুজে আসছে যে!

[একে একে সকলে বসিয়া পড়িল, ঘুমে চোখ ঢুলিতে লাগিল। স্বপ্নবুড়ি স্বপ্নের গান গাহিতে গাহিতে সকলের চোখে ঘুমের কাঠি বুলাইয়া দিল। রঙ-মাখানো বিশ্রী চেহারা, ঝুঁটিবাঁধা কে একজন আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়ার পিছনে দাঁড়াইল। তাহার নাম হিংসে]

পঞ্চম। ঠিক যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। না, ভাই?

চতুর্থ। হ্যাঁ–সত্যি হচ্ছে, কি স্বপ্ন হচ্ছে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না।

তৃতীয়। ও মা! ও কে ভাই? ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে?

চতুর্থ, পঞ্চম। মাগো! কি বিশ্রী চেহারা!

হিংসে। দেখ্ ত, আমায় চিনিস কিনা?

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম। হ্যাঁ,–কোথায় দেখেছি মনে নেই, কিন্তু চেনা চেনা লাগছে।

দ্বিতীয়। তুই কোথায় থাকিস ভাই?

হিংসে। তাও জানিসনে? এই ত, তোদের মনের মধ্যেই থাকি।

প্রথম। মনের মধ্যে থাকে সে আবার কি রকম ভাই? সেখানে কি থাকবার জায়গা আছে?

হিংসে। হ্যাঁ, আছে বৈকি। ঘর বাগান জল মাটি আকাশ–সব আছে।

দ্বিতীয়। তাই নাকি? তোর নাম কি ভাই?

হিংসে। আমার নাম হিংসে–হিংসুটিদের মনের মধ্যে যে থাকে, সেই হিংসে–

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। হিংসে হাসি চিম্‌সে বাঁকা–

কাল্‌কূট্‌কূট্‌ গরল মাখা।

দ্বিতীয়। কি সুন্দর কালো কালো হাত দেখেছিস?

প্রথম। হ্যাঁ, আবার মুখে কি সুন্দর রংবেরঙের কাজ করেছে!

চতুর্থ। মাগো! ওকে আবার সুন্দর বলেছে!

তৃতীয়, পঞ্চম। এ মন কুচ্ছিত! ছ্যাঃ!

প্রথম। আচ্ছা ভাই, যারা হিংসুটি, তারা বুঝি খুব দুষ্টু?

হিংসে। হ্যাঁ, দুষ্টু বৈকি–দুষ্টু আর ঝগড়াটে–

প্রথম। কথায় কথায় বুঝি রাগ করে?

হিংসে। হ্যাঁ, নিজেরা রাগ করে আর অন্যদের বলে হিংসুটি।

দ্বিতীয়। অন্যদের ভালো দেখতে পারে না, না?

হিংসে। এক্কেবারেই পারে না। এমনিও পারে না–স্বপ্নেও পারে না।

প্রথম। ঠিক ঐ ওর মতো!

দ্বিতীয়। আচ্ছা ভাই, তুই হিংসুটিদের মনের মধ্যে থাকিস কেন?

হিংসে। বা! তা নাহলে থাকব কোথায়? তোদের মনের মধ্যে, যেখানে কালো কালো ঝুলমাখানোপর্দা ঝোলে, সেখানে ছ্যাঁকছেঁকে আগুন জ্বেলে বসি–আর কাটা কাটা ঝাল ঝাল কথা বানিয়ে খাই। ভারি আরাম!

BANGLADARSHAN.COM

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। কি ভয়ানক দুষ্টু!

হিংসে। দেখলি! ওরা আমাকে দুষ্টু বলছে, বিশ্রী বলছে–তাই ওদের কাছে আমি একটুও ঘেঁষি না। আর তোরা আমায় লক্ষ্মী বলিস, মনের মধ্যে আদর করে পুষে রাখিস–তাই তোদের সঙ্গে আমার কত ভাব।

প্রথম। দেখলি ভাই, কেমন মিষ্টি করে কথা বলছে!

দ্বিতীয়। দেখলি! আমাদের কত ভালোবাসে, আর ওদের একটুও ভালোবাসে না।

হিংসে। তাহলে এখন আসি ভাই? মনে থাকবে ত? এই আমার ছাপ রেখে গেলাম।

[কালো কালো আঙুল দিয়া দুইজনের গালে কালো ছাপ লাগাইয়া দিল। জাল গুটাইয়া লইয়া স্বপ্নবুড়ি চলিয়া গেল। আস্তে আস্তে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল]

তৃতীয়। ওমা! কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনেও নেই।

চতুর্থ। কি যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি! সেই হিংসে বলে একজন কে আছে–

পঞ্চম। কি আশ্চর্য! আমিও ঠিক তাই দেখেছি! ওদের সঙ্গে তার কত ভাব!

তৃতীয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের মনের মধ্যে থাকে–

চতুর্থ। আর ঝাল ঝাল কথা খায়–

প্রথম। ও কি ভাই! তোর গালে অমন দাগ দিয়ে গেল কে?

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। ও কি! সত্যি সত্যি ছাপ দিয়ে গেছে যে!

[দ্বিতীয়ার দাগ মুছিবার চেষ্টা]

সকলে। কি দুষ্টু! কি দুষ্টু! কি দুষ্টু!

প্রথম। আবার বলে আমাদের সঙ্গে ভাব করবে।

দ্বিতীয়। কক্ষনো আর কোনদিন ভাব করব না।

প্রথম। এমনিও করব না, স্বপ্নেও করব না।

সকলে। কক্ষনো না, কক্ষনো না, কক্ষনো না।

[যবনিকা পতন]

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥